APR 25 2002

যুগান্তর

মৌলভীবাজারে কয়েক হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত

এমএ মোহিত, *মৌলভীবাজার থেকে*

জেলার ৬টি উপজেলার প্রায় এক হাজার গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয় না থাকায় কয়েক হাজার শিশু প্রাথমিক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অপরদিকে জেলা ও উপজেলা সদরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার ক্ষেত্রে চরম অব্যবস্থা বিরাজ করছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা ক্লাস ফাঁকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও শিক্ষক স্বল্পতা, অভিভাবকদের অসচেতনতা, পাঠদানে শিক্ষকদের অবহেলা, গম বা উপবৃত্তি বণ্টনে অনিয়ম, শহর-গ্রাম বৈষম্যসহ নানা সমস্যার বেড়াজালে মৌলভীবাজার জেলার সার্বিক প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে। জেলার ৬টি উপজেলার ৬৭টি ইউনিয়নের ২ হাজার ১৬৪ গ্রামের মধ্যে ৯৭৩টি গ্রামে কোন প্রাথমিক বিদ্যালয় নেই। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা যায়, সারা জেলায় মোট প্রাইমারি স্কুল রয়েছে ১ হাজার ১৯১টি। এর মধ্যে সরকারি স্কুল ৬৯১টি, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] ৪১৫ জন ছাত্রছাত্রী। জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে কর্মরত প্রধান শিক্ষকের সংখ্যা ৬৯২ জন, শূন্য পদ ৪২টি। সহকারী শিক্ষক কর্মরত আছেন ৪ হাজার ২৬৬ জন এবং শূন্য পদ ১৬২টি। এর মধ্যে জেলায় ২ শিফটবিশিষ্ট স্কুলের সংখ্যা হচ্ছে ৭৩টি। সচেতন মহলের মতে, এখানে প্রাথমিক শিক্ষার বড় বাধা হচ্ছে শিক্ষক স্বল্পতা। বিদ্যালয়গুলোতে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষক কম। প্রতি ৫০ জন ছাত্রের জন্য ১ জন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ২৫০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষকও নেই। এছাড়া রয়েছে শহর ও গ্রামের বৈষম্য। গ্রামের বিদ্যালয়গুলোতে ৪০০ থেকে সাড়ে ৪০০ শিক্ষার্থীর জন্য ২ জন শিক্ষক রয়েছেন। অথচ শহরের বিদ্যালয়গুলোতে ১০-১২জন বা কোথাও কোথাও এরও বেশি শিক্ষক রয়েছেন। এছাড়া মৌলভীবাজার পৌরএলাকার বিদ্যালয়গুলোতে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে শিক্ষক-শিক্ষিকারা বহাল তবিয়তে একই স্কুলে থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থবিরতা দেখা দিয়েছে।